

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুম্মাআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর আল্লাহ্র প্রতি ভরসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ্ তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২রা অক্টোবর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল ‘আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ’ন। ইহ্দিলাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লায়ীনা আনআ’মতা আ’লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি ‘আলায়হিম। ওয়ালাদদল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হযরত আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর শৈশবকাল থেকেই আল্লাহ্ তা’লা যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) লিখেছেন, “প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) জীবনের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যে দিন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের জন্য নির্ধারিত ছিল সেদিন দুপুরে আমি এই এলহাম লাভ করি, ‘ওয়াস্ সামায়ে ওয়াত্ তারেক’ অর্থাৎ, আকাশের শপথ এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। একই সাথে আমার অন্তরে এই ধারণার উন্মেষ ঘটানো হয় যে, এটি তাঁর মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করছে এবং এর অর্থ হলো, ‘আমি আকাশের শপথ করছি এবং সেই মর্মান্তিক ঘটনার শপথ করছি যা সূর্যাস্তের পর ঘটবে।’ এটি ছিল মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর এক নগণ্য বান্দার প্রতি সমবেদনা-বার্তা।

হযরত (আ.) বলেন, যখন আমি সংবাদ পাই যে, সূর্যাস্তের পর আমার পিতা মৃত্যুবরণ করবেন, তখন মানুষ হিসেবে সেই সংবাদ শুনে আমি ব্যথিত হই। এছাড়া আমাদের জীবিকার প্রধান উৎসগুলো তাঁর জীবনের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তাই আমার মনে এই চিন্তার উদ্বেগ হয় যে, তাঁর মৃত্যুর পর কী হবে! মনের মাঝে এই উদ্বেগ জাগে যে, হয়তো আমাদের অভাব-অনটন ও কষ্টের দিন দেখতে হবে। বিদ্যুত চমকের মতো এক মুহূর্তের মধ্যে এসব দৃষ্টান্ত আমার মনে উদয় হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার তন্দ্রাভাব হয় এবং আমি আরেকটি ওহী লাভ করি, ‘আলাইসাল্লাহ্ বেকাফিন আন্দাহ্’। অর্থাৎ, “আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?” আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই ওহী আমার হৃদয়কে এমনভাবে শক্তিশালী করে যেভাবে কোনো গভীর ও যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে মলম লাগানোর সাথে সাথেই নিরাময় হয়ে যায়। বাস্তবতা হলো, বারবারই প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐশীবাণীতে এক প্রশান্তিদায়ক সহজাত গুণ রয়েছে। এই গুণের মূলে রয়েছে সেই দৃঢ় বিশ্বাস যা খোদাপ্রদ ওহীর বিষয়ে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়।

তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা আমার প্রতি যখন ‘আলাইসাল্লাহ্ বেকাফিন আন্দাহ্’ ওহীটি হয় তখনই

আমি বুঝতে পারি, আল্লাহ আমাকে কখনোই ব্যর্থ বা ধ্বংস হতে দেবেন না। তখন আমি কাদিয়ানের বাসিন্দা মালাওয়ামাল নামের এক হিন্দু ক্ষত্রীকে— যে এখনো জীবিত আছে— সেই এলহামটি লিখে দিই এবং তাকে পুরো ঘটনাটি শোনাই। আর তাকে অমৃতসরে পাঠাই, যাতে হেকিম মৌলভী মুহাম্মদ শরীফ কালানৌরীর মাধ্যমে এটি কোনো রত্নপাথরে খোদাই করে আংটি বানিয়ে নিয়ে আসে। আর আমি এই কাজের জন্য ওই হিন্দুকে কেবল এই উদ্দেশ্যেই নির্বাচন করেছিলাম যাতে সে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী থাকে এবং মৌলভী মুহাম্মদ শরীফও সাক্ষী থাকেন। অতঃপর উক্ত মৌলভী সাহেবের মাধ্যমে সেই আংটিটি মাত্র পাঁচ রুপি ব্যয়ে তৈরি হয়ে আমার কাছে এসে যায়, যা এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।” হযূর আনোয়ার বলেন, আর আল্লাহর কৃপায় আজ অবধি এটি সংরক্ষিত আছে।

হযূর (আই.) বলেন, অ-আহমদীরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তাওয়াঙ্কুল আল্লাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি ভরসার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একবার, কেউ একটি বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অপমান করার চেষ্টা করছিল আর সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদালতের মামলার একজন আইনজীবীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, একটি মামলায় তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে একটি অসত্য বক্তব্য দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর সেই আইনজীবী মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব বলেন, তিনি অনেক বিখ্যাত মানুষকে আদালতে অসত্য বক্তব্য দিতে দেখেছেন কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনোই সত্য পরিত্যাগ করেন নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখনই আইনজীবীর ক্ষমতার ওপর ভরসা করেন নি বরং তার ভরসা সর্বদা আল্লাহর ওপরই ছিল।

হযূর (আই.) বলেন, হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: আজকালকার মানুষের দৃষ্টিতে সভ্যতা ও মার্জিত স্বভাব (তেহজীব) হলো দুনিয়ার কীটে পরিণত হওয়া, খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়া এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের পূজায় মগ্ন হয়ে যাওয়া; কিন্তু খোদা তা'লার নিকট সভ্যতা হলো আল্লাহ তা'লার ওপর পূর্ণ তাওয়াঙ্কুল ও ভরসা অর্জিত হওয়া এবং অন্তরে খাঁটি পবিত্রতা লাভ করা।

এক মজলিসে কিছু রোগের আলোচনা হচ্ছিল। হযূর (আ.) এরশাদ করেন: অসুস্থতায় দোয়ার মাধ্যমে আরোগ্য লাভের বিষয়ে আমার বিশ্বাস ও অনুভূতি এমন যে, আমার অন্তরে যতটুকু রয়েছে, আমি ততটুকু তা ব্যক্ত করতে পারি না। চিকিৎসক একটি সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়, তারপর থমকে যায় এবং হতাশ হয়ে পড়ে। হযূর আনোয়ার বলেন, এখনো অনেক মানুষ চিঠি লেখে যে ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে (আশা ছেড়ে দিয়েছে); কিন্তু তার পরেও খোদা দোয়ার মাধ্যমে পথ খুলে দেন, যাতে মানুষের নির্ধারিত সীমার উর্ধ্বে উঠে আশার সঞ্চারণ হয় এবং এভাবেই আল্লাহ তা'লাকে চেনার সূচনা ঘটে।

তিনি (আ.) বলেন: আমাদের বিশ্বাস ও মতাদর্শ (এটাই) যে, পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক যদি নিরাশ হয়ে যান এবং মৃত্যুর ফতোয়াও দিয়ে দেন, তথাপিও দোয়ায় পরিপূর্ণ মনোযোগ ও একগ্রতা সৃষ্টি হলে তা কবুল হয়ে আরোগ্য লাভ ঘটে।

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটা (রা.)-এর অসুস্থতার বিষয়ে শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর তাওয়াঙ্কুল ও আল্লাহর ওপর নিখাদ ভরসার বর্ণনা করে লেখেন:

মৌলভী সাহেব (রা.)-এর অসুস্থতার সময় হযরত সাহেব (আ.) তাঁর গভীর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের এবং আল্লাহ তা'লার ওপর পূর্ণ তাওয়াঙ্কুল ও ভরসার এমন এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, যা কোনো দূরদর্শী ব্যক্তির জন্য হযরত আকদস (আ.)-এর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার, আল্লাহ তা'লার সাথে তাঁর

সত্যনিষ্ঠ সম্পর্কের এবং এই বিষয়ের এক স্পষ্ট প্রমাণ যে-আজ যদি কেউ উম্মতের মাঝে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের প্রতিচ্ছবি দেখতে চায়, তবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ব্যতীত আজ বিশ্বে দ্বিতীয় কেউ নেই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকেন, কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় এসে গেল, তখন তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

তিনি (আ.) বলেন: তাওয়াঙ্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা এটাই যে, আল্লাহ তা'লা যেসব উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করেছেন, তা যথাসম্ভব একত্রিত করো এবং তারপর নিজেই দোয়ায় মশগুল হয়ে যাও যে-হে খোদা, তুমিই এর পরিণতি কল্যাণময় করো! শত শত বিপদ-আপদ ও মুসিবত রয়েছে যা এসব উপায়-উপকরণকেও লগ্ভও করে দিতে পারে; সেগুলোর হাত থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে কাক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দাও।

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, হযরত সাইয়্যিদ জয়নুল আবেদীন শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এলাকায় মহামারী প্লেগ দেখা দেওয়া মাত্রই তিনি (আ.) নিজের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিতেন, বোর্ডিং হাউসের পরিচ্ছন্নতা করাতেন এবং সকল বন্ধুকে (আহমদীকে) নির্দেশ দিতেন যেন তারা নিজ নিজ ঘরে ফিনাইল ব্যবহার করে এবং ধূপ বা ধোঁয়া দেয়।

তিনি (আ.) বলেন: উপায়-উপকরণ বা বাহ্যিক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আল্লাহ তা'লার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, আর উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করা ঐশী শরীয়তের পরিপন্থী। তাওয়াঙ্কুলের স্থান এর পরেই। প্রকৃত ঐশী জ্ঞান বা খাঁটি মারেফাত হলো এটাই-উপায়-উপকরণের অন্তরালে আল্লাহ তা'লার হাতকে দেখা।

হযূর আনোয়ার বলেন: খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের তাওয়াঙ্কুল বা ভরসারও এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য থাকে। একদিকে তারা উপায়-উপকরণকে এমনভাবে কাজে লাগান যে, কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তি ভাবতে শুরু করে-হয়তো তাদের সমস্ত ভরসা বুঝি এসব উপায়-উপকরণের ওপরই; আবার কখনো তারা উপায়-উপকরণকে এমনভাবে পরিত্যাগ করেন যেন সেগুলোর কোনো প্রয়োজনই নেই! তাওয়াঙ্কুলের এই শান ও সৌন্দর্যও হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আ.) এর সীরাতে আমরা দেখতে পাই।

হযূর আনোয়ার বলেন, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন-হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ওফাতের দুই-তিন বছর পূর্বে যখন তাঁর তীব্র কাশি হয়, তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছরের মতো এবং তাঁকে ওষুধ দেওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর দেওয়া প্রেসক্রিপশনও ব্যবহার করা হতো এবং অন্যান্য চিকিৎসা ও ওষুধও চলছিল, কিন্তু কাশি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এটি ১৯০৭ সালের ঘটনা। মুর্তাদ আব্দুল হাকিম তাঁর (আ.) কাশির কষ্টের কথা পড়ে লিখেছিল যে, তিনি (আ.)-নাউযুবিল্লাহ-যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। তাই আমি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতাম যাতে কোনোভাবেই তারা ভুলভাবে আনন্দের কোনো সুযোগ না পায়। কখনো কখনো কাশির এতো দীর্ঘ ধাক্কা বা ফিট উঠত যে মনে হতো দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থাতেই বাহির থেকে এক বন্ধু এলেন এবং উপহারস্বরূপ কিছু ফল নিয়ে এলেন। আমি সেগুলো তাঁর (আ.) খেদমতে পেশ করে বললাম যে, অমুক ব্যক্তি এগুলো এনেছেন। তিনি (আ.) তা দেখে বললেন, তাকে 'জাযাকাল্লাহ' বলে দাও। অতঃপর সেগুলোর মধ্য থেকে একটি কলা তুললেন এবং সম্ভবত আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বললেন, 'কাশিতে এটা কেমন?' আমি বললাম যে, এটা (কাশির জন্য) ভালো নয়। তখন তিনি (আ.) মৃদু হাসলেন এবং কলাটি ছিঁলে খাওয়া শুরু করে দিলেন। আমি পুনরায় বললাম যে, কাশি তো অত্যন্ত মারাত্মক এবং কাশিতে এটি ভালো নয়। তিনি (আ.) মৃদু হেসে সেটি ছিঁলে খেতেই থাকলেন এবং আমি অজ্ঞতাবশত আবারও চাপ দিতে লাগলাম যে, খাওয়া উচিত নয়। তখন তিনি (আ.) বললেন: 'আমার প্রতি এইমাত্র ইলহাম হয়েছে-কাশি দূর হয়ে গেছে। অথচ

না কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হলো, তবুও কাশি দূর হয়ে গেল। এটা কেবল ঐশী কুদরত ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই ঘটেছে। কাশি সেই মুহূর্ত থেকেই সম্পূর্ণ সেরে গেল; অথচ তখন না কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছিল আর না কোনো পরহেজ বা পথ্য বর্জন করা হয়েছিল-বরং অপথ্যই গ্রহণ করা হয়েছিল, অথচ কাশি দূর হয়ে গেল। যদিও এর পূর্বে এক মাস ধরে চিকিৎসা চলছিল এবং কাশি দূর হচ্ছিল না, তাই এটি সরাসরি ঐশী কুদরত ও হস্তক্ষেপ। সাধারণত তো অনিয়ম বা অপথ্য গ্রহণের কারণে অসুস্থতাও হয়, আবার চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্যও লাভ হয়; কিন্তু আল্লাহ তা'লা চাইলে স্বয়ং হস্তক্ষেপও করেন। আর দোয়ার এই হাতিয়ার আল্লাহ তা'লা মানুষকে এজন্যই শিখিয়েছেন যাতে সে খোদা তা'লার দরবারে গিয়ে বলতে পারে-আমি অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা চাই না, আমি নিজের অবস্থা নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি; আপনি মেহেরবানি করে আমার বিষয়াবলিতে হস্তক্ষেপ করুন। আর আল্লাহ তা'লাও দেখেন যে, বান্দা পুরোপুরি তাওয়াঙ্কুলকারী ও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং চাইছে যে আমি তার বিষয়াবলিতে হস্তক্ষেপ করি-তখন তিনি হস্তক্ষেপ করেন, যখন আল্লাহ তা'লার ওপর পূর্ণ তাওয়াঙ্কুল করা হয়।

এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আরও বর্ণনা করব।

জুমুআর খুতবার শেষাংশে হুযূর আনোয়ার (আই.)-ভারতের পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী মোকাররম আতাউর রহমান সাহেব, যিনি বিগত দিনে ৭৬ বছর বয়সে ওফাত পেয়েছেন-তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। মরহুম মুসী ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া পরিজনদের মাঝে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা ও তিন পুত্র রয়েছেন। তাঁর এক পুত্র মুফীজুর রহমান সাহেব বসনিয়ায় জামা'তের মুরব্বী হিসেবে নিয়োজিত। এক পুত্র শাহনূর সাহেব ভারতে মুয়াল্লিম এবং এক জামাতা সাবির আলী সাহেব মুরব্বী সিলসিলা। হুজুর আনোয়ার দ্বিতীয় স্মৃতিচারণে -ইন্দোনেশিয়া নিবাসী মরহুমা খাদীজা সিদ্দীকা পন্টো সাহেবার ও শ্রদ্ধেয় আব্দুল জলীল সাহেবের উল্লেখ করেন এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন আর তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবরে জামীলের জন্যও দোয়া করেন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবহী ওয়া নাতাওয়াঙ্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়াআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইল্লাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্করুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরুকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকুরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)